ধর্মগ্রন্থে স্বপ্ন ও দর্শন

ঈশ্বরের যোগাযোগ এবং বিচক্ষণতার আহ্বান

বাইবেল-কেন্দ্রিক অধ্যয়ন

ভূমিকা

পরিত্রাণের ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের সাথে যোগাযোগের একটি উপায় হিসেবে স্বপ্ন ও দর্শনকে সার্বভৌমভাবে ব্যবহার করেছেন। যদিও বর্তমানে এগুলো প্রত্যাদেশের প্রধান মাধ্যম নয়, তবুও এগুলো নির্দেশনা, সতর্কীকরণ, উৎসাহ প্রদান এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনা প্রকাশের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করেছে।

আর শেষকালে এমন হবে, ঈশ্বর ঘোষণা করেন, যে আমি সমস্ত মানুষের উপরে আমার আত্মা বর্ষণ করব, এবং তোমাদের পুত্র ও কন্যারা ভাববাণী বলবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে এবং তোমাদের বৃদ্ধেরা স্বপ্ন দেখবে। — প্রেরিত ২:১৭ (□□□)

বাইবেলের ভাষা: স্বপ্ন, দর্শন এবং “রাতের দর্শন”

ধর্মগ্রন্থে বেশ কয়েকটি সম্পর্কিত কিন্তু স্বতন্ত্র পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে:

স্বপ্ন

হিব্রু: □□□□□ (চালোম) — ঘুমের সময়কার অভিজ্ঞতা।

গ্রিক: □□□□ (□□□□)।

দৃষ্টি

হিব্রু: □□□□□ (চাজোন), □□□□□□□ (মার□#39;আহ), বা □□□□□□□ (চিজায়ন)।

গ্রীক: □□□□□ (হোরামা) এবং □□□□□□□ (অপ্টাসিয়া)।

“রাতের দর্শন” — রাত্রিকালীন প্রত্যাদেশমূলক অভিজ্ঞতা (ইয়োব ৩৩:১৫; আদিপুস্তক ৪৬:২; দানিয়েল ২:১৯; ৭:১)।

রাতে ঈশ্বরকে দেখা এবং ঘুমের মধ্যে ঐশ্বরিক দর্শন

ধর্মগ্রন্থে যখন রাতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ বা যোগাযোগের বর্ণনা দেওয়া হয়, তখন তা সীমিত কিন্তু বাস্তব ঐশ্বরিক সাক্ষাতের দিকে ইঙ্গিত করে—যা প্রায়শই স্বপ্ন বা দিব্যদর্শনের মাধ্যমে ঘটে থাকে।

গীতসংহিতা ১৭:৩ (□□□)

তুমি আমার হৃদয় পরীক্ষা করেছ, রাতে আমার কাছে এসেছ, আমাকে যাচাই করেছ, কিন্তু কিছুই খুঁজে পাবে না...

হিব্রু: □□□□□□□□□ □□□□□□□ (□□□□□□□□ □□□□□□□)। ঈশ্বর রাতে সক্রিয়ভাবে দাউদকে পরীক্ষা করেছিলেন বা তাঁর কাছে এসেছিলেন — যা রাতের স্বপ্ন ও দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একজন ভাববাদী হিসেবে (প্রেরিত ২:৩০), এটি তাঁর ঘুমের সময় প্রাপ্ত অন্তরঙ্গ ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশকে প্রতিফলিত করে।

গীতসংহিতা ১৭:১৫ (□□□)

আর আমি, ধার্মিকতায় তোমার মুখমণ্ডল দর্শন করব; যখন আমি জেগে উঠব, তোমার সাদৃশ্যে আমি পরিতৃপ্ত হব।

হিব্রু: □□□□□□□ (পানিম) এবং □□□□□□□ (তেমুনা)। দাউদ ঘুম থেকে জেগে ঈশ্বরের মুখ দেখার আশা প্রকাশ করেন — যা ঈশ্বরের চূড়ান্ত দর্শনের দিকে ইঙ্গিত করে।

প্রকাশিত বাক্যে বাইবেলের পার্থক্য

গণনাপুস্তক ১২:৬-৮ (□□□)

তোমাদের মধ্যে যদি কোনো নবী থাকেন, তবে আমি, সদাপ্রভু, তাঁকে দর্শনের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করি; আমি তাঁর সাথে স্বপ্নে কথা বলি। কিন্তু আমার বান্দা মুসার ক্ষেত্রে এমন নয়... তাঁর সাথে আমি মুখে মুখে, স্পষ্টভাবে কথা বলি, হেঁয়ালি করে নয়...

সর্বাধিক উদ্ঘাটন □□□□□□ (□□□□□□□) বা □□□□□□ (ছালোম) মাধ্যমে এসেছে। মোশির অনন্যভাবে সরাসরি যোগাযোগ ছিল □□□) □□□□□□□□ — □□□ □□ □□□□)।

স্বপ্ন ও দর্শনের উদাহরণ (রাতের দর্শন সহ)

পুরাতন নিয়ম

- যাকোবের মই এবং রাত্রিকালীন সাক্ষাৎ (আদিপুস্তক ২৮:১২; ৪৬:২)
- কুলপতি জোসেফের প্রতীকী চ্যালোম স্বপ্ন
- ড্যানিয়েলের স্বপ্ন এবং রাতের দর্শন
- দাউদের রাত্রিকালীন সাক্ষাৎ এবং ঈশ্বরের মুখ দর্শনের আশা (গীতসংহিতা ১৭:৩, ১৫)

নতুন নিয়ম

- মরিয়মের স্বামী যোসেফ — ওনার স্বপ্নে স্বর্গদূতের স্পষ্ট বার্তা (মথি ১:২০; ২:১৩, ১৯)
- পিতরের প্রতীকী হোরামা দর্শন (প্রেরিত ১০)
- পৌলের রাতের দর্শন (প্রেরিত ১৬:৯)

ফেরেশতাদের সম্পর্কিত স্বপ্ন — স্বপ্ন (চালোম / ওনার) বা দিব্যদর্শনের মাধ্যমে মধ্যস্থতাকৃত।

মণ্ডলীর মধ্যে ভাববাণী, প্রত্যাদেশ এবং শৃঙ্খলা (১ করিন্থীয় ১৪)

১ করিন্থীয় ১৪ অধ্যায় দেখায় যে, প্রত্যাদেশ (স্বপ্ন বা রাতের অভিজ্ঞতা সহ) কীভাবে মণ্ডলীকে গঠন করে, পরীক্ষিত হয় ("অন্যরা যা বলা হয় তা ওজন করুক" — পদ ২৯), এবং ক্রমানুসারে কাজ করে।

বিচারবুদ্ধি: স্বপ্ন, দর্শন ও প্রত্যাদেশের পরীক্ষা

কলসীয় ২:১৮ (□□□)

কেউ যেন তোমাকে অযোগ্য ঘোষণা না করে, তপস্যা ও ফেরেশতাদের উপাসনার উপর জোর দিয়ে, দর্শন-দর্শনের বিশদ বিবরণ দিয়ে, এবং নিজের ইন্দ্রিয়ঘন মনের দ্বারা অকারণে অহংকারী হয়ে...

ভণ্ড শিক্ষকেরা অহংকার সৃষ্টি করার জন্য দর্শন ও স্বর্গদূতের শিক্ষা ব্যবহার করত। এর ফলে খ্রীষ্টকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখা যায় না।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিচক্ষণতার অনুচ্ছেদ

- দ্বিতীয় বিবরণ ১৩:১-৫
- ১ যোহন ৪:১
- ১ থেসালোনিকীয় ৫:১৯-২২
- ২ করিন্থীয় ১১:১৪
- মথি ৭:১৫-২০

ব্যবহারিক পরীক্ষা

1. এটি কি সমগ্র ধর্মগ্রন্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?
2. এটা কি যিশু খ্রিস্টকে মহিমান্বিত করে?
3. এর ফলে কি নম্রতা ও ভালোবাসা জন্মায়, নাকি অহংকার ও বিভেদ?
4. ঈশ্বরের পরামর্শ এবং আত্মার ফল দ্বারা কি তা সমর্থিত হয়?
5. এটা কি মণ্ডলীকে গড়ে তোলে (১ করিন্থীয় ১৪)?

ঈশ্বরের মুখোমুখি ও প্রত্যক্ষ দর্শনের অর্থ

মোশির অনন্য অভিজ্ঞতা

□□□□□;মুখে·মুখি□□□□□; = হিব্রু □□□□ □□□□□□□ (পানিম এল প্যানিম)। সরাসরি, অন্তরঙ্গ যোগাযোগ। ওল্ড টেস্টামেন্টের নবীদের মধ্যে অনন্য কিন্তু এখনও সীমিত (□□□□□□ 33:20)।

পিতার বিষয়ে যিশুর অনন্য ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান

ঈশ্বরের চিরন্তন পুত্র হিসেবে যিশুর পিতার সাথে এক অনন্য, প্রত্যক্ষ এবং মধ্যস্থতাহীন সম্পর্ক রয়েছে, যা এমনকি মোশির অভিজ্ঞতারও ঊর্ধ্বে।

যোহন ১:১৮ (□□□)

ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি; একমাত্র ঈশ্বর, যিনি পিতার পাশে আছেন, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন।

একমাত্র যিশুই পিতাকে পূর্ণ অর্থে দেখেছেন, কারণ তিনি ঈশ্বর পুত্র।

যোহন ৬:৪৬ (□□□)

এমন নয় যে, যিনি ঈশ্বর থেকে এসেছেন তিনি ছাড়া আর কেউ পিতাকে দেখেছে; তিনিই পিতাকে দেখেছেন।

একমাত্র যিশুই পিতাকে সরাসরি ও সম্পূর্ণরূপে দেখেছেন।

মথি ১১:২৭ (□□□)

আমার পিতা সমস্ত কিছু আমার হাতে অর্পণ করেছেন। পিতা ছাড়া আর কেউ পুত্রকে জানে না, এবং পুত্র ও যাদের কাছে তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে চান, তারা ছাড়া আর কেউ পিতাকে জানে না।

পিতা ও পুত্রের মধ্যে এক অনন্য, পারস্পরিক ও নিখুঁত জ্ঞান রয়েছে। যিশু পিতাকে প্রকাশ করেন, কারণ একমাত্র তিনিই তাঁকে প্রকৃতভাবে জানেন।

পিতা সম্পর্কে যিশুর জ্ঞান শাশ্বত ও সত্তাগত (তিনিই ঈশ্বর), মোশির প্রাপ্ত দর্শনের মতো নিছক কোনো অলৌকিক দর্শন নয়। এই কারণেই তিনি বলতে পেরেছিলেন, "যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেই দেখেছে" (যোহন ১৪:৯)।

সকল বিশ্বাসীর জন্য ভবিষ্যতের আশা

১ করিন্থীয় ১৩:১২ (□□□)

এখন আমরা আয়নায় অস্পষ্টভাবে দেখি, কিন্তু তখন মুখোমুখি। এখন আমি আংশিকভাবে জানি; তখন আমি সম্পূর্ণরূপে জানব, যেমন আমি সম্পূর্ণরূপে পরিচিত।

গ্রীক: □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ (□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□)। অনন্তকালের মধ্যে, সমস্ত বিশ্বাসীদের নিখুঁত, ঈশ্বরের সাথে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ থাকবে — মূসার চেয়েও মহান, এবং যীশুর মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে।

খ্রিস্টের শ্রেষ্ঠত্ব এবং লিখিত বাক্য

বহুদিন পূর্বে, বহুবার ও বহু প্রকারে ঈশ্বর ভাববাদীদের দ্বারা আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, কিন্তু এই শেষ দিনগুলিতে তিনি তাঁর পুত্রের দ্বারা আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন...

— ইব্রীয় ১:১-২ (□□□)

সকল স্বপ্ন, দর্শন এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রত্যাদেশ অবশ্যই খ্রীষ্ট ও ধর্মগ্রন্থের অধীন থাকতে হবে।

আজকের বিশ্বাসীদের জন্য

ঈশ্বর সার্বভৌম এবং তিনি এখনও স্বপ্ন বা রাতের বেলায় দর্শন দিতে পারেন। তবে, এগুলো পথনির্দেশের স্বাভাবিক মাধ্যম নয়। একটি সুস্থ খ্রীষ্টীয় জীবন শাস্ত্র, প্রার্থনা, পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তি এবং সমবেত মণ্ডলীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, যেখানে যেকোনো প্রত্যাদেশ পরীক্ষিত হয় (১ করিন্থীয় ১৪)।

উপসংহার: ধন্য আশা

একদিন আমরা ঈশ্বরের মুখমণ্ডল দর্শন করব এবং তাঁর সাদৃশ্যে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হব (গীতসংহিতা ১৭:১৫)। আমরা তাঁকে নিখুঁত স্বচ্ছতার সাথে মুখোমুখি দেখব (১ করিন্থীয় ১৩:১২)। এই যুগে একমাত্র যিশুই পিতাকে সম্পূর্ণরূপে দেখেছেন, এবং তাঁর মাধ্যমেই একদিন আমরা ঈশ্বরকে নিখুঁতভাবে জানতে পারব।

প্রতিফলনমূলক প্রশ্নাবলী

6. গীতসংহিতা ১৭:৩ এবং ১৭:১৫ কীভাবে একে অপরের পরিপূরক?
7. পিতা সম্পর্কে যিশুর জ্ঞানকে মোশির জ্ঞানের তুলনায় কী অনন্য করে তোলে?
8. ১ করিন্থীয় ১৪ অধ্যায় কীভাবে মণ্ডলীর মধ্যে প্রত্যাদেশকে গ্রহণ করার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়?
9. একদিন ঈশ্বরের সঙ্গে 'মুখোমুখি' সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি আপনাকে কীভাবে উৎসাহিত করে?

ধর্মগ্রন্থের সকল উদ্ধৃতি □□□□ বাইবেল থেকে নেওয়া। অনুমতিক্রমে ব্যবহৃত। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।